170

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

ডিগ্রি পরীক্ষায় নকল প্রবণতা

ডিগ্রি পরীক্ষার প্রথম দিনেই দু'হাজারের বেশি পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। বাধ্যতামূলক ইংরেজি পরীক্ষায় হলে বসে অনেকেই স্বস্তি পাননি। যার ফলে পরীক্ষার হলকে রণক্ষেত্রে পরিণত করতেও কেউ কেউ উৎসাহী ছিলেন। এমন কি বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে নকল সরবরাহকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলেছে। নকলকারী এবং নকল সরবরাহকারীদের রোষানলে পড়ে গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটরাও নকলবাজদের হাত থেকে রেহাই পাননি।

অন্তহীন সমস্যার এই দেশে পরীক্ষাও যে বড় সমস্যা, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষার্থীদের অনেকেই ভুলে যান যে, পরীক্ষা দিতে হলে পড়াশুনা করতে হয়। পড়াশুনালব্ধ জ্ঞান খাতার পাতায় লিখে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্যই পরীক্ষার ব্যবস্থা। মনে রাখতে হবে, পরীক্ষা জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। পরীক্ষার হলের জন্যই কেবলমাত্র পড়াশুনার প্রয়োজনীয়তা নয়; জীবনে সেই জ্ঞান প্রয়োগ করে জাতীয় জীবনের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণই পড়াশুনার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু, আমাদের পড়াশুনা এবং জীবনের মধ্যে বিস্তর ফাঁক থেকে যাওয়ায় পড়াশুনার মূল উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে ডিগ্রি লাভ। এ কারণেই যে কোন মূল্যে ডিগ্রি লাভের 'সংগ্রামে' অবতীর্ণ হয় শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ রীতিমত পড়াশুনা করেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। নকলবাজদের দোর্দন্ড প্রতাপে তাদের পরীক্ষার সফলতাও ম্লান হয়ে যায়। কোন অবস্থাতেই এ ধরনের অঘটন কাম্য নয়। আমরা মনে করি, একদিনে এ সমস্যা থেকে বের হয়ে আসা যাবে না। দেশের অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা, নৈতিক দুর্দশা, সাংস্কৃতিক-মন্দা, অর্থনৈতিক ন্যুব্জতার ভারে শিক্ষার্থীরাও পথের দিশা খুঁজে পাচ্ছে না। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার পথ হিসেবে তাই 'ডিগ্রি' লাভ করাটাই মূল উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। পড়াশুনা নয়, 'ডিগ্রি'টাই মুখ্য হয়ে ওঠে।

আমরা মনে করি না যে, পরীক্ষার হলে কড়াকড়ি করলেই কেবল এই 'দুর্ঘটনা' থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। পরীক্ষার হলে নকল বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় সব রকমের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন তো অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু তার আগে শিক্ষাদানের মানোন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা জাগিয়ে তুলবে হবে। নইলে প্রতিবছর ডিগ্রি পরীক্ষার হতাশাব্যঞ্জক চালচিত্র নিয়ে নিরর্থক বাক্য অপচয় করাই সার হবে; কাজের কাজ কিছু হবে না।